موضح القرآن

সত্যের আধুনিক প্রকাশ

মা ক তা বা তু ল ফু র কা ন

www.islamibooks.com

إِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِىْ لِلَّتِىْ هِىَ اَقْوَمُ

এ কুরআন বাতলে দেয় সে পথ, যা সবচেয়ে সরল।
সূরা বনী ইসরাইল, ১৭:৯ ◄

مکتبۃ الفرقان

নির্ভরযোগ্য

তাফসীরে মুযিহুল কুরআন

▸ **তৃতীয় খণ্ড** (সূরা রূম–সূরা নাস)

শাহ আব্দুল কাদির দেহলভী রহ.

(১৭৫৩–১৮১৪)

সম্পাদনা ও ব্যাখ্যা

মাওলানা আখলাক হুসাইন কাসেমী দেহলভী

শাইখুত তাফসীর : জামিআ রহীমিয়া

মারকায শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী, দিল্লী

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম কাসেমী

মুফতী ও মুহাদ্দিস, জামিআ মুহাম্মাদিয়া ইসলামিয়া, টিএন্ডটি কলোনি বনানী, ঢাকা এবং আল-জামিআতুল ইসলামিয়া, শ্রীপুর, গাজীপুর।

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

তাফসীরে কুরআন **তাফসীরে মুযিহুল কুরআন (তৃতীয় খণ্ড)**
মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১১/১ ইসলামী টাওয়ার
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
www.islamibooks.com
maktabfurqan@gmail.com
+৮৮০১৭৩৩২১১৪৯৯

গ্রন্থস্বত্ব © ২০২০ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
প্রথম প্রকাশ : রমাযান ১৪৪১ / মে ২০২০
প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ
প্রুফ সংশোধন : জাবির মুহাম্মদ হাবীব

ISBN: 978-984-94322-9-6

মূল্য ■ ৳ ৮০০.০০ (আট শত টাকা মাত্র) US $30.00

অনলাইন পরিবেশক
www.islamibooks.com; www.rokomari.com
www.wafilife.com; www.boi-kendro.com

প্রকাশকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

আলহামদুলিল্লাহ। *তাফসীরে মুযিহুল কুরআন*-এর সর্বশেষ খণ্ড—তৃতীয় খণ্ড—প্রকাশিত হলো। মহান আল্লাহর অসীম অনুগ্রহে এ এক অবিশ্বাস্য প্রাপ্তি। নিঃসন্দেহে এটি *মাকতাবাতুল ফুরকান*-এর শ্রেষ্ঠ প্রকাশনা। মহান আল্লাহ তাআলা এর অসিলায় এ প্রকাশনায় বরকত ও রহমত জারি রাখবেন ইনশাআল্লাহ। ইতোমধ্যে উলামায়ে-কেরামসহ সকল শ্রেণির পাঠকের নিকট এ তাফসীর গ্রন্থটি ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে।

তাফসীরের কিতাব হিসেবে এতে কুরআনের আয়াত ও তরজমায় যথাসাধ্য সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। তবে সুহৃদয় পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়লে আমাদের জানানোর অনুরোধ থাকল। পরবর্তী সংস্করণে তা অবশ্যই সংশোধন করা হবে, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা এই বইটির লেখক, সম্পাদক, অনুবাদক, প্রকাশক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে কবুল করুন এবং বিনা হিসেবে জান্নাত নসীব করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রকাশক, মাকতাবাতুল ফুরকান, ঢাকা
১২ মে ২০২০

অনুবাদকের কথা

এখন রমাযান মাস চলছে। এ মাসেই *তাফসীরে মুযিহুল কুরআন*-এর সর্বশেষ খণ্ড (তৃতীয় খণ্ড) প্রকাশিত হবে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। মহান আল্লাহর কী মহিমা! যে মাসে পবিত্র কুরআন নাযিল হয়েছিল, সেই একই মাসে কুরআনের এই অনন্য তাফসীরগ্রন্থের সর্বশেষ খণ্ডটি ছাপানোর চেষ্টাকে আল্লাহ কবুল করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ! প্রশংসা কেবল তাঁরই!

হাদীস শরীফে এসেছে, ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সহীফা, তাওরাত ও ইনযীল—সবই রমাযান মাসে অবতীর্ণ হয়েছে। আর কুরআন মাজীদও রমাযানের চব্বিশতম রাতে লাউহে মাহফুয (সংরক্ষিত ফলক) থেকে প্রথম আকাশে সবটুকু একত্রে পাঠানো হয়েছিল। অতঃপর অল্প অল্প করে অবস্থার প্রেক্ষিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি নাযিল হয়। আর প্রতি রমাযানে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম অবতীর্ণ অংশটুটু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শোনাতেন। এসব থেকে রামাযান মাসের ফযীলত এবং কুরআনুল কারীমের সঙ্গে এ মাসের সম্পর্ক ও বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কাজেই রামাযান মাসে কুরআনের খেদমত (তিলাওয়াত, তরজমা, তাফসীর প্রভৃতি) করতে পারা পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার। আল্লাহ আমাদের এ চেষ্টাকে কবুল করুন।

হে আল্লাহ, এই এলহামী তাফসীরের অনুবাদের অসিলায় লেখক, সম্পাদক, অনুবাদক ও প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে দ্বীনের পথে আরও অগ্রসর করে দিন, নেক আমলের তাওফীক দিন এবং কবুল করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
জামিআ মুহাম্মাদিয়া ইসলামিয়া
টিএন্ডটি কলোনি মাদরাসা, বনানী, ঢাকা।

১৬ রামাযান ১৪৪১ হিজরী
১০ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

সূচিপত্র

সূরা রূম	৯	সূরা কামার	২৮৪
সূরা লুকমান	২২	সূরা রহমান	২৯১
সূরা সাজদা	৩০	সূরা ওয়াকিয়া	২৯৯
সূরা আহযাব	৩৩	সূরা হাদীদ	৩০৭
সূরা সাবা	৬৫	সূরা মুজাদালাহ	৩১৬
সূরা ফাতির	৭৮	সূরা হাশর	৩২৩
সূরা ইয়াসীন	৮৯	সূরা মুমতাহিনা	৩৩০
সূরা সাফফাত	১০১	সূরা সফ	৩৩৭
সূরা সোয়াদ	১২২	সূরা জুমুআহ	৩৪১
সূরা যুমার	১৪০	সূরা মুনাফিকুন	৩৪৫
সূরা মুমিন	১৫৯	সূরা তাগাবুন	৩৪৮
সূরা হা-মীম-সাজদা	১৭৭	সূরা তালাক	৩৫২
সূরা শূরা	১৮৯	সূরা তাহরীম	৩৫৬
সূরা যুখরুফ	২০১	সূরা মূলক	৩৬২
সূরা দুখান	২১৪	সূরা কলম	৩৬৮
সূরা জাসিয়া	২২০	সূরা হাক্কাহ	৩৭৪
সূরা আহকাফ	২২৬	সূরা মাআরিজ	৩৭৯
সূরা মুহাম্মাদ	২৩৫	সূরা নূহ	৩৮৩
সূরা ফাতহ	২৪৩	সূরা জিন	৩৮৭
সূরা হুজুরাত	২৫৪	সূরা মুযযাম্মিল	৩৯২
সূরা কাফ	২৬০	সূরা মুদ্দাসসির	৩৯৬
সূরা যারিয়াত	২৬৬	সূরা কিয়ামাহ	৪০২
সূরা তূর	২৭২	সূরা দাহর	৪০৭
সূরা নাজম	২৭৮	সূরা মুরসালাত	৪১২

সূরা নাবা	৪১৬	সূরা কদর	৪৬৫
সূরা নাযিআত	৪২০	সূরা বাইয়্যিনাহ	৪৬৬
সূরা আবাসা	৪২৪	সূরা যিলযাল	৪৬৮
সূরা তাকবীর	৪২৮	সূরা আদিয়াত	৪৬৯
সূরা ইনফিতার	৪৩১	সূরা কারিয়াহ	৪৭১
সূরা তাতফীফ	৪৩৩	সূরা তাকাসুর	৪৭২
সূরা ইনশিকাক	৪৩৭	সূরা আসর	৪৭৩
সূরা বুরূজ	৪৩৯	সূরা হুমাযা	৪৭৪
সূরা তারিক	৪৪২	সূরা ফীল	৪৭৫
সূরা আলা	৪৪৪	সূরা কুরাইশ	৪৭৬
সূরা গাশিয়া	৪৪৬	সূরা মাউন	৪৭৭
সূরা ফজর	৪৪৮	সূরা কাউসার	৪৭৮
সূরা বালাদ	৪৫২	সূরা কাফিরূন	৪৭৯
সূরা শামস	৪৫৫	সূরা নাসর	৪৮০
সূরা লাইল	৪৫৭	সূরা মাসাদ	৪৮১
সূরা দুহা	৪৫৯	সূরা ইখলাস	৪৮২
সূরা ইনশিরহ	৪৬১	সূরা ফালাক	৪৮৩
সূরা তীন	৪৬২	সূরা নাস	৪৮৪
সূরা আলাক	৪৬৩	দুআ	৪৮৫

৩০ ■ সূরা রূম

মাক্কী; ৬০ আয়াত; ৬ রুকু

আল্লাহর নামে শুরু
যিনি বড় মেহেরবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ①

(১) (আলিফ-লাম-মীম)

غُلِبَتِ الرُّوْمُ ②

(২) রোমকরা পরাজিত হয়েছে।

فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَ هُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ③

(৩) পার্শ্ববর্তী দেশে। ওই পরাজয়ের পর তারা বিজয়ী হবে।

فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ ؕ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْۢ بَعْدُ ؕ وَ يَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ④

(৪) কয়েক বছরের মধ্যে। পূর্বাপর সকল বিষয় আল্লাহর হাতে। সেদিন মুমিনগণ আনন্দিত হবে

بِنَصْرِ اللّٰهِ ؕ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ⑤

(৫) আল্লাহর সাহায্যে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন। আর তিনিই পরাক্রমশালী, মেহেরবান।[১]

وَعْدَ اللّٰهِ ؕ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ⑥

(৬) আল্লাহর ওয়াদা হয়ে গেছে। আল্লাহ তাঁর ওয়াদার বরখেলাফ করবেন না; কিন্তু অনেক লোক জানে না।[২]

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۖ وَ هُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ⑦

(৭) তারা পার্থিব জীবনের ভাসা ভাসা জ্ঞান রাখে এবং আখেরাত সম্পর্কে খবর রাখে না।[৩]

اَوَ لَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ؕ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَ اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ وَ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ

(৮) তারা কি তাদের অন্তরে ভেবে দেখে না? আল্লাহ যিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ের মাঝে যা-কিছু রয়েছে, সব কিছু যথাযথরূপে ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর অনেক লোক তাদের

[১] **ফায়দা :** কয়েক বছর পর উভয় দেশ (রোম ও পারস্য)-এর সৈন্যরা ফের সংঘর্ষে অবতীর্ণ হয়। তখন রোমানরা বিজয় লাভ করে। এ সংবাদ আরবজাহানে সেদিন পৌঁছে, যেদিন মুসলমানগণ বদরপ্রান্তরে বিজয়ী হয়ে বিজয়োৎসবের আনন্দে আনন্দিত ছিল।

[২] **ফায়দা :** অর্থাৎ অধিকাংশ লোক বাহ্যিক উপায়-উপকরণ ব্যতীত আল্লাহর ওপর ভরসা করে না।

[৩] **ফায়দা :** অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে দুনিয়াতে কারও আধিপত্য ও বিজয় দেখে বলে, আল্লাহ তার প্রতিই খুশি হয়েছেন।

رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ ۝٨

পালনকর্তার সাক্ষাতে অবিশ্বাসী।[৪]

اَوَ لَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَانُوْۤا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّ اَثَارُوا الْاَرْضَ وَ عَمَرُوْهَاۤ اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا وَ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ؕ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَ لٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝٩ؕ

(৯) তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না; তাহলে দেখতে পেত, তাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের পরিণাম কী হয়েছিল? তারা ছিল এদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী, তারা জমি চাষ করত এবং এদের চেয়ে বেশি আবাদ করত। তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নির্দেশ নিয়ে এসেছিল। বস্তুত আল্লাহ তাদের প্রতি যুলুমকারী ছিলেন না; তারাই নিজেদের প্রতি অবিচার করত।[৫]

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوا السُّوْۤاٰۤى اَنْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ كَانُوْا بِهَا يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝١٠ع

(১০) অতঃপর যারা মন্দ কর্ম করত, তাদের পরিণাম এজন্য মন্দ হয়েছে যে, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলত এবং সেগুলো নিয়ে উপহাস করত।[৬]

---

[৪] **ফায়দা :** অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তর একটি সূচনা ও সমাপ্তি রয়েছে। মানুষ, জীবজন্তু ও বৃক্ষলতার মাঝে তো এ বিষয়টি দেখতে পাওয়া যায়। সৌরজগতের সবকিছুর আবর্তন নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সম্পৃক্ত। বস্তনিচয়ের কোনোটি মাসে, কোনোটি বছরে, আর কোনোটি বারো বছরে সমাপ্ত হয়। এভাবে বিশ্বজগতের সবকিছু নির্দিষ্ট সময়ে ও মুদ্দতে শেষ হয়ে যাবে। কাজেই এই সূচনা ও সমাপ্তি (আল্লাহ তাআলা) অযথা সৃষ্টি করেননি; এর কিছু একটা উদ্দেশ্য রয়েছে, সেটিই আখেরাতে দৃষ্টিগোচর হবে।

[৫] **ফায়দা :** অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা রাসূল না পাঠিয়ে পাকড়াও করেন না।

ব্যাখ্যা : এ লোকেরা কি দেশ-বিদেশ ঘুরে দেখে না যে, সেই লোকদের কী পরিণতি হয়েছিল, যারা তাদের পূর্বে ছিল! তারা তো এদের চেয়ে শক্তিতেও বেশি ছিল এবং এদের চেয়ে খেত–খামারও অধিক আবাদ করেছিল। এ লোকেরা যে পরিমাণ উপায়–উপকরণ নিয়ে কৃষিক্ষেত আবাদ করেছিল, তাদের চেয়ে আগেকার লোকেরা বহুগুণ বেশি আবাদ করেছিল। তাদের কাছেও তাদের নবী-রাসূলগণ প্রকাশ্য নিদর্শনাদি নিয়ে এসেছিলেন। কাজেই আল্লাহ তাআলার জন্য এটা শোভনীয় নয় যে, তিনি সেই লোকদের ওপর যুলুম করবেন; বরং খোদ তারাই নিজেদের জীবনের ওপর যুলুম করেছিল। অর্থাৎ তোমাদের পূর্বের অস্বীকারকারীরা অনেক শক্তিশালী ছিল, খেত-খামার করে অনেক ফসলও ফলাত, বৃক্ষলতাও লাগাত, নদী-নালা খনন করত, বাড়িঘর বানাত এবং অনেক উপায়–উপকরণের মালিক ছিল। মোটকথা, যে কোনো দিকে এবং যে কোনো বিবেচনায় তোমাদের চেয়ে শক্তিশালী ও অগ্রসরমান ছিল। তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শনাদি ও মুজিযা নিয়ে এসেছিলেন; কিন্তু তারা রাসূলদের বিরোধিতা করে নিজেদের জীবনের ওপর যুলুম করেছিল। আল্লাহ তাআলা এমন নন যে, তিনি তাদের ওপর যুলুম করবেন—অর্থাৎ তিনি তাদের কাছে রাসূল না পাঠিয়েই তাদের পাকড়াও করবেন—তিনি এমন নন।

[৬] **ফায়দা :** অর্থাৎ যেসব কারণে এক সম্প্রদায়ের শাস্তি হয়েছে, সবাইকে তার সম্মুখীন হতে হবে। সবার ধ্বংসলীলাও এক সম্প্রদায়ের ধ্বংস থেকে বুঝে নাও এবং সবার শাস্তিও এক সম্প্রদায়ের শাস্তি থেকে বুঝে নাও।